হাতি ও মানুষ সংঘাত সম্পর্কিত দক্ষিণ পশ্চিমবাংলার আলোচনা সভা

২৩শে অক্টোবর ২০১৬, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া

সুপারিশ সমুহ

বিগত বছরে পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং অন্য দুটি জেলা বর্ধমান ও বীরভূমে হাতিদের আসার প্রবণতা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনিই সংঘাতের সংখ্যা বেড়েছৈ। পরিসংখ্যান বলছে পশ্চিমবাংলায় হাতি ও মানুষের সংঘাত ভারতবর্ষের যেকোন অংশের তুলনায় দশগুণ বেশি। ২০১৫-১৬ সালে এই সংঘাতে ১০৮জন মানুষ মারা গেছেন যার মধ্যে ৭৮জন কেবল দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের। কে২০১৬ সালে এই অঞ্চলে বিন্ন কারণে ৭টি হাতি মারা গেছে। এই ক্রমবর্ধমান সমস্যা লাঘবে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের আলোচনা সভা থেকে যে সুপারিশগুলি উঠে এসেছে সেগুলি হল নিম্নরূপ-

১) সমাধান সূত্র সম্পর্কে আমরা দাবি তুলতে পারি -

ক) কেবল পশ্চিমবাংলা নয় পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া জেলার কিছু অংশ সহ ঝাড়খন্ডের পূর্ব এবং পশ্চিম সিংভূম জেলা এবং ওডিশার কেওনঝাড় জেলার কিছু অংশকে নির্দিষ্ট করে বর্তমানের ময়ুরঝর্ণা এলিফ্যান্ট রিজার্ভের আকার বৃদ্ধি করতে হবে।

খ) এলিফ্যান্ট রিজার্ভের ঘোষনার মধ্য দিয়ে সমস্যার সমাধান হয় না। এই রিজার্ভের উপযুক্ত বন্যপ্রাণের উপযুক্ত বাসস্থান (Habitat) তৈরীর উদ্যোগ নিতে হবে। বন্যপ্রাণের জন্য জলের উৎস, খাবার (Fodder Species),Salt Licks - দরকার হলে কৃত্রিম ভাবে তৈরীর ব্যবস্থা করতে হবে।

গ) খনিজ সংগ্রহের জন্য যে বিধ্বংসী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে যেমন দিবারাত্রি ট্রাক দিয়ে খনিজ বহন, খনিজ সংগ্রহের পর অরণ্য পূনর্জীবনের ব্যবস্থা থেকে বিরত থাকা, রাত্রে খনিজ পদার্থের ভাঙা ও আইন না মেনে ব্লাস্টিং ইত্যাদি বন্ধ করতে হবে। পরিবর্তে যথাক্রমে কনভেয়র বেল্ট বা রেল পরিবহন, বন্যপ্রাণ ব্যবস্থা ও অরণ্য সৃজন আইন এব্য খনিজ উত্তোলনের আইন কঠোরভাবে বলবৎ করার জন্য সরকারকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঘ) ২০০৬ সালের অরণ্য অধিকার আইন এই অঞ্চলে উপেক্ষিত। এই আইনের মধ্যে যে Critical Wildlife Habitat (CWH) তৈরির সুপারিশ করা হয়েছে তা কার্যকর করতে হবে।

২) এখনই যে সমস্ত উদ্যোগ সরকার গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে সমস্যাকে কিছুটা লাঘব করা যায়-

ক) বনবিভাগে নিচুতলার কর্মী বা Field Staff-এর সংখ্যা অনেকটাই কমেছে। নতুন কর্মী নিয়োগ ও তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

খ) যে সময়ে হাতি চলাচলের আশংকা বৃদ্ধি পায় সেই সময়ে বন বিভাগ, পঞ্চায়েত, গ্রামের হাতি রক্ষা বাহিনী, বা বন সংরক্ষণ কমিটি, রেল দপ্তর ইত্যাদির মধ্যে প্রতিনিয়ত যোগাযোগের ব্যবস্থা করতে হবে।

গ) সংঘাত এড়ানোর জন্য গ্রামে হাতিরক্ষা বাহিনী, বনসংরক্ষণ কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘ) বর্তমানে হাতি ফসল নষ্ট করলে ক্ষতিপূরণের যে ব্যবস্থা আছে তা পর্যাপ্ত নয়। ধান, আলু বা সবজির ক্ষেত নষ্ট হলে একই রকমের ক্ষতিপূরণের যে নিদান রয়েছে তা পরিবর্তন করে ফসল অনুযায়ী বা অন্যান্য ক্ষতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩) যে বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রচার ও সচেতনতা অভিযান আমরা গরহণ করতে পারি-

ক) ঘরে ঘরে শৌচালয় ব্যবহারে উৎসাহিত করতে হবে। সকাল ও সন্ধ্যায় হাতি যেহেতু খাবার ও জলের সন্ধানে বের হয় - এই সময়ে শৌচকর্মের জন্য জঙ্গলে যাওয়া বন্ধ করতে হবে।

খ) হাতির আনাগোনা যখন বাড়ে সেই সময়ে মদ, হাঁড়িয়া, মহুয়া রস ঘরে রাখা বিপদের কারণ হতে পারে। তাই এগুলি থেকে বিরত থাকতে হবে।

গ) জঙ্গলে কোন সামগ্রী সংগ্রহ করতে দলবদ্ধভাবে যেতে হবে। বিচ্ছিন্নভাবে যাওয়া বিপদের কারণ হতে পারে। প্রতিনিয়ত হাতির অবস্থান সম্পর্কে বনকর্মী ও বনবাসীদের মধ্যে তথ্যের আদান প্রদান করতে হবে।

ঘ) হুলা পার্টি, হাতি তাড়ানোর সময় অযথা ভিড় করা, প্রশিক্ষণ নেই এমন মানুষের অংশগ্রহণ, অতি উৎসাহীদের এই কাজে অংশগ্রহণ এবং হাতিদের বিরক্ত করা থেকে বিরত থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে হাতি ভীত হলে বা আক্রান্ত হলে মানুষকে আক্রমণ করে।

ঙ) গ্রাম লাগোয়া জঙ্গলে হাতির উপযুক্ত খাবার গাথ রোপণ, জলের ব্যবস্থা এবং যে অংশে বন নষ্ট হয়েছে সেখানে কেবল স্থানীয় প্রজাতি রোপণের জন্য বন-বিভাগকে সংগঠিতভাবে দাবি জানাতে হবে।

৪) আমাদের সংগঠনের উদ্যোগে আগামীদিনে উল্লেখিত ৫টি জেলা এবং অন্যান্য সংগঠনের সাথে যৌথ উদ্যোগে একটি জাঠা বা প্রচার অভিযান সংগঠিত করার প্রস্তাব গৃহীত হয়।